



## 292730 - গোসল ভঙ্গরে কারণগুলো কি কি?

### প্রশ্ন

আমার নখ যদি লম্বা থাকে ও অপ রচ্ছন্ন থাকে তাহলে কি আমার গোসল বাতলি হয়ে যাবে? গোসলকালীন সময়ে যা কিছু গোসলকে বাতলি করে দেয় আমি ঐ বিষয়গুলো জানতে চাই। উদাহরণতঃ গোসলকালীন সময়ে পানি ফ্লোরেরে পড়ে ছটা আসা। এতে করে কি গোসল বাতলি হবে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

গোসল সহি হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে। যদি এ শর্তগুলো পূরণ না হয় তাহলে গোসল বাতলি হয়ে যাবে। শর্তগুলো হচ্ছে:

প্রথম শর্ত: নিয়ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "প্রত্যকে আমল নিয়ত অনুযায়ী (ধর্তব্য) হয়। প্রত্যকে ব্যক্তি যা নিয়ত করে সটোই তার প্রাপ্য।"[সহি বুখারী (১) ও সহি মুসলিম (১৯০৭)]

তাই তার গোসলের শুরুতে এ গোসলের মাধ্যমে জানাবাত (অপবিত্রতা) উত্তোলন করার নিয়ত করতে হবে।

শাইখ ইয়ুদ্দীন বনি আব্দুস সালাম (রহঃ) বলেন:

নিয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে— ইবাদতগুলোকে অভ্যাসসমূহ থেকে পৃথক করা কিংবা ইবাদতগুলো থেকে অভ্যাসগুলোকে পৃথক করার সময় ইবাদতগুলোর স্তরভেদে নির্ধারণ করা। এর কিছু উদাহরণ হল:

১। আল্লাহর নকৈট্য হাছলিরে উদ্দেশ্যে যমেন গোসল করা হয়; সটো হল নাপাকি থেকে; আবার মানুষেরে বিভিন্ন উদ্দেশ্য যমেন- ঠাণ্ডা লাভ, পরচ্ছন্নতা অর্জন, চকিৎসা কেন্দ্রিকি কিংবা ময়লা-আবর্জনা দূর করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য থেকেও গোসল করা হয়। এই উদ্দেশ্যগুলোর প্রকেষতি যহেতে গোসল করা হয়ে থাকে তাই কোনেটি আল্লাহর নকৈট্য হাছলিরে জন্য করা হয় আর কোনেটি মানুষেরে নানা উদ্দেশ্য থেকে করা হয় সটো পৃথক করা আবশ্যকীয়।[কাওয়াদুল আহকাম (১/২০) থেকে সমাপ্ত]



গবষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

আমি পবিত্র অবস্থায় গোসল করছি বিধায় বড় অপবিত্রতা দূর করার নিয়ত করিনি। গোসল করার শেষে আমার মনে পড়ল যে, গোসল করার আগে আমি জুনুব (অপবিত্র) ছিলাম। তাই আমার উপর কি পুনরায় গোসল করা আবশ্যকীয়; নাকি আমি ঐ গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা লাভ করছি?

জবাবে তারা বলেন: যদি আপনি পরচ্ছন্নতা অর্জন ও ঠাণ্ডা লাভের নিয়তে গোসল করে থাকেন তাহলে আপনার উপর আবশ্যিক পুনরায় বড় পবিত্রতা উত্তোলন করার নিয়তে গোসল করা। কেননা আপনি প্রথম গোসলের মাধ্যমে নিয়ত করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আমলগুলো নিয়ত দ্বারা হয়ে থাকে"।

[আল-লাজনা দায়মি লি বুলুহু ওয়াল ইফতা: সালহে আল-ফাওয়ান, আব্দুল আযযি আল শাইখ, আব্দুল্লাহ্‌বনি গাদইয়ান, আব্দুর রাজ্জাক আফফি, আব্দুল আযযি বনি আব্দুল্লাহ্‌বনি বায। [ফাতাওয়াল লাজনা দায়মি (৪/১৩৩) থেকে সমাপ্ত]

দ্বিতীয় শর্ত: গোসলের পানি পবিত্র হওয়া

ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) বলেন: পানি হয়তো নাপাক দ্বারা পরবিত্রত হতে কথিবা অন্য কিছু দ্বারা পরবিত্রত হতে। যদি নাপাক দ্বারা পরবিত্রত হয় তাহলে আলমেগণ ইজমা করছেন যে, সেই পানি অপবিত্র ও অ-পবিত্রকারী। [আত-তামহীদ (১৯/১৬)]

তাই কটে যদি গোসল শুরু করে, এরপর খয়োল করে যে, পানি নাপাক তাহলে তার কর্তব্য হল: পবিত্র পানি দিয়ে পুনরায় গোসল করা।

পক্ষান্তরে যে পানির ছটি এসে পড়ে ও গোসলকারীর শরীর থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে সেই পানি পবিত্র।

ইবনুল মুনযরি (রহঃ) বলেন:

আলমেগণ এই মর্মে ইজমা করছেন যে, যে অপবিত্র ব্যক্তির শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নাপাকি নাই সে যদি তার মুখে ও হাতে পানি ঢালে এবং সে পানি তার উপর দিয়ে, তার কাপড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে সে পানি পবিত্র। কারণ সটো পবিত্র পানি পবিত্র শরীরে লগেছে...।

আলমেদের ইজমার মধ্যে রয়েছে যে, ওয়ুকারী ও গোসলকারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লগে থাকা পানি ও ফোঁটা ফোঁটা করে কাপড়ের উপর পড়া পানি পবিত্র: এটি ব্যবহৃত পানি পবিত্র হওয়ার দলিল। [আল-আওসাত (১/২৮৮) থেকে সমাপ্ত]

যদি কোন মুসলমি পবিত্র পানি দিয়ে গোসল করে এবং সেই পানি পবিত্র ফলেরের উপর পড়ে অতঃপর সেই পানির ছটি



পুনরায় শরীরে পড়ে তাহলে সেটো গোসলরে শুদ্ধতার উপর বা শরীরেরে পবিত্রতার উপর কোন প্রভাব ফলেবে না।

বর্তমান যুগরে গোসলখানাগুলো: মলত্যাগরে স্থান গোসলরে স্থান থেকে আলাদা। তাই গোসলরে স্থান নাপাক হয় না। গোসলরে ফ্লোরেরে ব্যাপারে নছিক সন্দেহে ধর্তব্য নয়; যাতে করে ওয়াসওয়াসার পথ উন্মুক্ত না হয় এবং ফ্লোরেরে পড়া পানকি কথিবা গোসলকালে গায়ে পড়া পানরি ছটিকেরে নাপাক বলেরে হুকুম দেয়া যায় না। হ্যাঁ; যেরে ফ্লোরেরে গোসল করা হচ্ছেরে সেই ফ্লোরেরে নাপাকি আছে মরমে যদি জানা যায় তাহলে ভিন্ কথ।

তৃতীয় শর্ত: গোটো দহেরে পানি পৌঁছা। যাতে করে শরীরেরে এমন কিছু না থাকেরে যা পানি চামড়ায় পৌঁছা বা চুলেরে পৌঁছাকেরে বাধাগ্রস্ত করে। কারণ জানাবাত বা অপবিত্রতা গোটো দহেরে সাথে সম্পৃক্ত।

ইমাম নববী বলনের: "তারা এই মরমে ইজমা করছেরে যেরে, জানাবাত গোটো দহেরে আপততি হয়।"[আল-মাজমু (১/৪৬৭) থেকে সমাপ্ত]

তাই চামড়ার উপরেরে যদি কোন ডাক্তারি প্লাস্টার থাকেরে কথিবা চুলেরে উপর এমন কোন পদার্থ থাকেরে বা চামড়ার উপর থাকেরে যা পানি পৌঁছতেরে বাধা দেয় তাহলে এমতাবস্থায় গোসল শুদ্ধ হবেরে না। অবশ্যই এ জনিসিগুলো দূর করতেরে হবেরে যাতেরে করে গোসল শুদ্ধ হয়।

লম্বা নখেরে নীচেরে ময়লা থাকলেরে অধিকাংশ ক্ষতেরে পানরি তারল্যেরে কারণেরে সটেরি নখেরে নীচেরে পানি পৌঁছতেরে বাধা সৃষ্টি করেরে না। যদি বাধা সৃষ্টি করেরে তাহলে সটেরি যৎসামান্য বধায় ক্ষমারহ। তাছাড়া যহেরে এটি মানুষেরে মাঝেরে ঘটাটা প্রসদিধ; কনিত্তু শরয়িত ওয়ু বা গোসলকালেরে নখেরে নীচেরে পানি পৌঁছানটেরে নশ্চিতি করার নরিদশেরে দেয়নি।

ইমাম নববী (রহঃ) বলনের:

যদি নখেরে নীচেরে ময়লা থাকেরে: যদি তা কম হওয়ায় নখেরে নীচেরে পানি পৌঁছতেরে বাধা না দেয় তাহলে ওয়ু শুদ্ধ। আর যদি বাধা দেয়: সক্ষেতেরে মুতাওয়াল্লি অকাট্যভাবে বলছেরে যেরে, যথেষ্ট হবেরে না এবং অপবিত্রতা দূর করবেরে না। যমেনভাবে শরীরেরে অন্য জায়গায় ময়লা থাকলেরেও অপবিত্রতা দূর হত না।

আল-গাজালি "আল-ইহইয়া" গ্রন্থেরে নশ্চিতি করনের যেরে, যথেষ্ট হবেরে এবং ওয়ু-গোসল শুদ্ধ হবেরে এবং প্রয়োজনেরে কারণেরে এটি ক্ষমারহ। তিনি বলনের: যহেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকেরে নখ কাটার নরিদশেরে দতিনেরে, নখেরে নীচেরে ময়লাকেরে অপছন্দ করতনের; কনিত্তু পুনরায় নামায় পড়ার নরিদশেরে দনেনি।[আল-মাজমু (১/২৮৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলনের:

যদি যৎসামান্য নখেরে ময়লা পানি পৌঁছতেরে বাধা দেয় তাহলেও পবিত্রতা অর্জন শুদ্ধ হবেরে।[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা



(৫/৩০৩) থেকে সমাপ্ত]

এই পয়েন্টে আরও বেশি জানতে 265777 নং ও 27070 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

চতুর্থ শর্ত: এটি আলমেদরে মাঝে মতভেদপূর্ণ বিষয়। সটেই হচ্ছে— গোসলের অঙ্গগুলোর মাঝে পরম্পরা রক্ষা করা এবং দীর্ঘ সময়ে বরিতনা ঘটা।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

"অধিকাংশ আলমে গোসলের মধ্যে বর্ছিন্নিতাকে গোসল বাতলিকারী হিসেবে মনে করেন না। তবে রবআি বলেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তা করবে আমিনে করতীর উপর পুনরায় গোসল করা আবশ্যিক। লাইছও এ কথা বলছেন। মালকে থেকে একাধিক অভিমত এসছে। ইমাম শাফয়েরি ছাত্রদেরও এক অভিমত হচ্ছে এটি।

তবে জমহুর আলমে যে মতের উপর আছেন সটেই উত্তম। গোসলে তারতীব বা ক্রমবিন্যাসই ওয়াজবি নয় সুতরাং পরম্পরাও ওয়াজবি নয়। [আল-মুগনী (১/২৯১-২৯২) সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) "যাদুল মুসতাকনী" গ্রন্থেরে ব্যাখ্যায় বলেন:

গ্রন্থাকারেরে কথার সরাসরি ভাব হল: গোসলে পরম্পরা শর্ত নয়। অতএব কটে যদি তার শরীরেরে কিছু অংশ ধৌত করে এরপর দীর্ঘ সময় পর অবশিষ্ট অংশ ধৌত করে তাহলে তার গোসল সহি। এটিই মাহাবেরে অভিমত।

কটে কটে বলছেন: পরম্পরা রক্ষা করা শর্ত। এটি ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত। বর্ণিত আছে: এটি ছাত্রদেরে অভিমত...।

এটি-অর্থাৎ পরম্পরা শর্ত হওয়াটা- অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ অভিমত। কারণ গোসল গোটাই একটি ইবাদত। তাই গোসলেরে একাংশ অপরাংশেরে উপর পরম্পরার ভিত্তিতে সংঘটিত হওয়া অনবির্ষ।

তবে, কটে যদি ওয়রেরে কারণে বর্ক্ষিত ভাগে গোসল করে; যমেন পানি শেষে হয়ে যাওয়ার কারণে এরপর যদি পানি পায় তাহলে প্রথমে যে অংশ ধুয়েছে পুনরায় সে অংশ ধোয়া আবশ্যিক হবে না। বরঞ্চ অবশিষ্টাংশ পরপূর্ণ করবে। [আল-শারহুল মুমতী (১/৩৬৫) থেকে সমাপ্ত]

তাই একজন মুসলমিরে কর্তব্য নজিরে গোসলেরে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা। গোসলেরে অংশগুলোর মাঝে লম্বা সময়ে বর্ছিন্নিতা সৃষ্টি না করা; যাত করে মতভেদেরে উর্ধ্বে থাকতে পারনে এবং নামায়েরে শুদ্ধতার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারনে।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।